তৌফিক কামালের বাংলা থ্রিডি 'আর নয় অস্ত্রের ঝনঝন'

আমাদের দেশে গেম ডেভেলপমেন্টের একটা ক্রেজ এসেছে বলা যেতে পারে। রাসেল আহমেদ অপু আর আশিক নূনদের পর খোঁজ পাওয়া গেছে আরো একজনের। নাম তৌফিক কামাল। তবে ওদের থেকে তৌফিক কামালের পার্থক্য হলো ওরা সবাই কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র আর তৌফিক কামালের ব্যাকগ্রাউন্ড কমার্স। অবশ্য হঠাৎ করে গেম ডেভেলপমেন্টে আসেনি তৌফিক। ১৯৯৫ সালে শহীদ মুনমিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করে কম্পিউটার শেখার জন্য ১৯৯৬ সালে ভর্তি হয় ভুঁইয়া একাডেমি কম্পিউটার ক্লাবে। সেখানে কম্পিউটারের উপর প্রচুর শর্ট কোর্সের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত হয় তৌফিক। আর কম্পিউটারকে ভালো লাগার কারণেই এইচএসসিতে চতুর্থ বিষয় হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করে সে। ১৯৯৭ সালে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর ১৯৯৯ সালে নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ থেকে বি.কম পাস করে বর্তমানে একই কলেজ থেকে এ বছর মাস্টার্স প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দেবে তৌফিক।

তৌফিক কামাল

কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে করতে বিভিন্ন গেম দেখে তার আগ্রহ জাগে গ্রাফিক্স ও মাল্টিমিডিয়ার প্রতি। কলেজ ও ভুঁইয়া একাডেমির কোর্সে কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিংয়ের হাতেখড়ি হয়েছিল ভালই। তাই মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিজে নিজে বই পড়ে শিখতে তার কোন বেগ পেতে হয়নি। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স, ট্রুস্পেস, ফ্ল্যাশ, ডাইরেক্টরসহ প্রচলিত সব সফটওয়্যারই ব্যবহার করে তৌফিক। গ্রাজুয়েশন করার সময়ই মিডিয়া বাংলা অনন্যা লিমিটেডে এনিমেটর হিসেবে কাজ করে তৌফিক। এসময় তার করা বেশ কিছু এনিমেশন প্রচারিত হয় এটিএন বাংলায়। ধারাবাহিক সিরিয়াল 'গোয়েন্দা পাবলিক'-এর টাইটেল এনিমেশন, শরীফ মেলামাইনের কিছু এনিমেটেড বিজ্ঞাপনচিত্রসহ বেশ কিছু কাজ করে তৌফিক এ সময়। এ সময় সে মূলত নন-লিনিয়ার এডিটিং, বেটা ক্যাম এডিটিং ও হাই রেজ্যুলেশন গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করে।

সাফল্য কথা

পরবর্তীতে পরীক্ষার চাপে চাকরি ছেড়ে দেয় তৌফিক। বিকম পরীক্ষার পরই তার মাথায় প্রথম গেম ডেভেলপমেন্টের চিন্তা আসে। কিন্তু নিজের পেন্টিয়াম পিসির কারণে তার কাজ ব্যাহত হয় মারাত্মকভাবে। কিন্তু তৌফিক থেমে থাকেনি। হলিউডের জনপ্রিয় ছবি টারমিনেটর টু-এ ৪০টি 486 Dx2 ব্যবহৃত হয়েছে শুনে উৎসাহ পায় সে। কোয়েক টু দেখে উৎসাহিত হলে সেরকমই একটি থ্রিডি গেম তৈরির পরিকল্পনা নেয় তৌফিক। পুরো বাংলায়। অবশ্য ইতিমধ্যেই স্ট্রিট ফাইটারের মত একটি টুডি গেম তৈরী করেছে তৌফিক। নাম দিয়েছে 'মরণ লড়াই'।

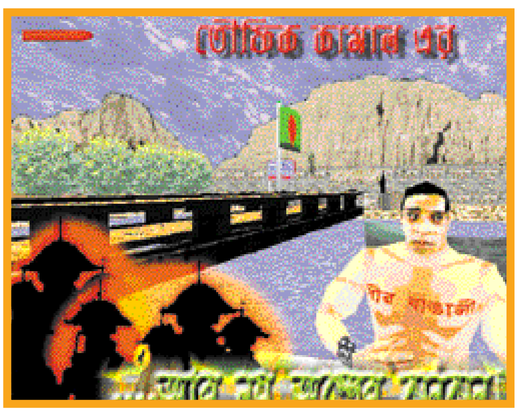

ইন্টারনেটই ছিল তৌফিকের প্রধান রিসোর্স। মূলত হাডকোর প্রোগ্রামিং ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকায় গেম ইঞ্জিন নিজে ডেভেলপ করতে পারেনি তৌফিক। বিভিন্ন ডেমো ও ফ্রি গেম ইঞ্জিন ব্যবহার করে কাজ শুরু করে সে। কিন্তু এসব ফ্রি বা ডেমো ভার্সন দিয়ে প্রফেশনাল কাজ করা সম্ভব নয় বলে গেম ইঞ্জিন ডেভেলপের জন্য বহুল প্রচলিত বেশ কিছু স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলে সে। এ সময় তাকে নতুন করে শিখতে হয় লো পলিগণ ক্যারেক্টার মডেলিং থ্রিডি ম্যাক্স ও ট্রু-স্পেস ব্যবহার করে লেভেল ডিজাইন। অবশ্য এখন তৌফিকের রয়েছে নিজস্ব গেম ইঞ্জিন।

ভিজুয়াল সি++-এর উপর ডব্লিউ ডি এল স্ক্রিপ্টিং ব্যবহার করেছে সে এই গেম ইঞ্জিন তৈরীতে। তবে তৌফিকের মতে সবচেয়ে ঝামেলা হয়েছে বাংলায় ইন্টারফেস তৈরীতে। এখনও সে কাজ করে যাচ্ছে বাংলা ইন্টারফেস তৈরীর জন্য। তৌফিকের কাছে এখন রয়েছে ফার্স্ট পারসন থ্রিডি শুটিং গেম ইঞ্জিনসহ এডভেঞ্চার, ফাইটিং, স্পেস ফাইট, কার রেসিং ও স্পোর্টস গেম ইঞ্জিনের লেআউট। তারমধ্যে ফার্স্ট পারসন থ্রিডি শুটিং গেম ইঞ্জিন ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ গেমও তৈরী করেছে তৌফিক। নাম দিয়েছে 'আর নয় অস্ত্রের ঝনঝন'। এখন চলছে এই গেমটির লেভেল ডিজাইনিংয়ের কাজ। আর তৌফিকের গেম ইঞ্জিনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটি থ্রিডি কার্ড না পেলেও ডাইরেক্ট এক্স ব্যবহার করে চলে। তবে অবশ্যই থ্রিডি কার্ড থাকলে গেমের কোয়ালিটি পাল্টে যায় অনেকখানি।

খুব শিগগিরই গেমটির ডেমো রিলিজ করবে তৌফিক। তবে বিপণনে ও ফুল ভার্সন ডেভেলপমেন্টে একটি মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট ফার্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা চায় সে।

দেশেই প্রচুর আন্তর্জাতিক মানের গেম তৈরী সম্ভব। অন্তত চারপাশ দেখে তাই মনে হয় তৌফিকের। তবে সঠিক দিক-নির্দেশনা নেই– এটাও মনে হয় তার। তাই নিজেই এ বিষয়ে একটি বই লিখতে চায় তৌফিক। সেই সাথে মাল্টিমিডিয়ার উপর উচ্চতর পড়াশোনায়ও আগ্রহী সে। প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা। ❑ মোঃ মারুফ হোসেন

মাইক্রোসফটের ওয়ার্কস স্যুট ২০০৩

মাইক্রোসফট ওয়ার্কস স্যুট মাইক্রোসফট অফিসের বিকল্প নয়। বরং তারই সহজ সরল একটি সংস্করণ। বাসার কাজের জন্য কিংবা স্কুলের বিভিন্ন কাজকর্ম সারার জন্য এটি বেশ চমৎকার একটি প্যাকেজ। যদিও এটি এক্সেলের মতো জটিল হিসেব-নিকেষ করতে পারে না, কিংবা পাওয়ার পয়েন্টের মতো চমৎকার সব প্রেজেন্টেশন তৈরিও করতে পারে না। তারপরেও এটি সম্পর্কে বলার অনেক কিছুই আছে। বাসার কাজকর্মের উপযোগী সব জিনিস খুঁজে পাবেন এতে। প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন বেশ সহজ-সরল, ওয়েব স্টাইলের টাস্ক লাঞ্চার আছে, সহজ স্প্রেডশিট ও ডেটাবেজ প্রোগ্রাম আছে, ক্যালেন্ডার আর অ্যাড্রেসবুকতো আছেই। আরো আছে ওয়ার্ড ২০০২'র সম্পূর্ণ সংস্করণ আর একগাদা বোনাস সফটওয়্যার: ম্যাপ তৈরির প্রোগ্রাম, বিশ্বকোষ, ফিনান্স এডিটর আর একটি ইমেজ এডিটর। আর তাই যাদের এক্সেল কিংবা পাওয়ার পয়েন্ট খুব একটা প্রয়োজন নেই তাদের জন্য এটি হতে পারে চমৎকার একটি অ্যাপ্লিকেশন প্যাক। মাইক্রোসফট ওয়ার্কস স্যুট ইনস্টল করতে আপনার হার্ডডিস্কে প্রচুর পরিমাণ জায়গা খালি করতে হবে। টিপিক্যাল ইনস্টলেশন করলে আপনার হার্ডডিস্কের প্রায় ১ গিগাবাইট জায়গা দখল হয়ে যাবে। তবে আপনি কোন্ কোন্ সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন সেটি নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন। পুরো ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় আধঘন্টা সময় লাগবে। এতে আপনি প্রায় ৪শ' প্রজেক্ট এবং ডকুমেন্ট টেমপ্লেট পাবেন যার মাধ্যমে কার্ড তৈরি থেকে পরিবারের বাজেট তৈরি করা পর্যন্ত অনেক কিছুই করতে পারবেন। এর সঙ্গে পাচ্ছেন মানি ২০০৩ এবং এনকার্টা ২০০৩, পিকচার ইট ফটো ৭.০ এবং স্ট্রিট অ্যান্ড ট্রিপস ২০০২। নতুন টাস্ক লাঞ্চারটি আগের যে কোনো সংস্করণের ওয়ার্কস স্যুটের চেয়ে ভালো। এটি দেখতে অনেকটা এমএসএন এক্সপ্লোরারের হোমপেজের মতো। এখানে ওয়ার্ড, পিকচার ইট, মানি, স্ট্রিটস অ্যান্ড ম্যাপস লোডের জন্য আলাদা আলাদা আইকন আছে। এছাড়াও ওয়ার্কসের ক্যালেন্ডারটি এর মূল উইন্ডোটিতেই থাকে। যার ফলে ওয়ার্কস চালু করা মাত্র আপনি সেদিনের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিংবা রিমাইন্ডার দেখতে পারেন। ওয়ার্কসের ৪শ'রও বেশি টেমপ্লেট দিয়ে আপনি ষ্টেশনারি তৈরি, ডকুমেন্টে জলছাপ দেয়া, রিজুমি তৈরি করার মতো বেশ কিছু কাজ করতে পারবেন। আরো সুবিধা হচ্ছে ওয়ার্কস বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইসের সঙ্গে কাজ করে। যার ফলে আপনি আপনার ক্যালেন্ডার কিংবা অ্যাড্রেসবুকের তথ্য পকেট বুক বা হ্যান্ডহেল্ডে ট্রান্সফার করতে পারবেন। ❑ তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক

সফটওয়্যার রিভিউ

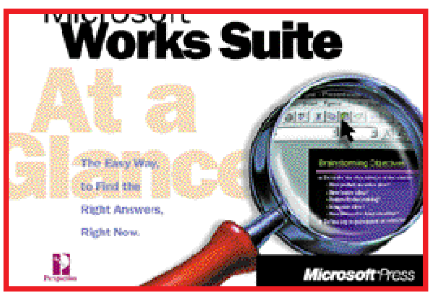

আউট অব ফোকাস

ফুটপাতে কম্পিউটার কী-বোর্ড।
এয়ারকন্ডিশন্ড শো রুম আর চোখ ধাধানো সাজ সজ্জার দোকান থেকে বেরীয়ে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি এখন সাধারণের হাতের নাগালে। ঢাকার রাজপথে এরই বিভিন্ন চিত্র চোখে পড়ছে আজকাল। সম্প্রতি মিরপুর রোড থেকে এই চিত্র ধারন করেছেন আলোকচিত্রী জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল।